আমরা এবং সোশ্যাল মিডিয়া

01-October- 2026

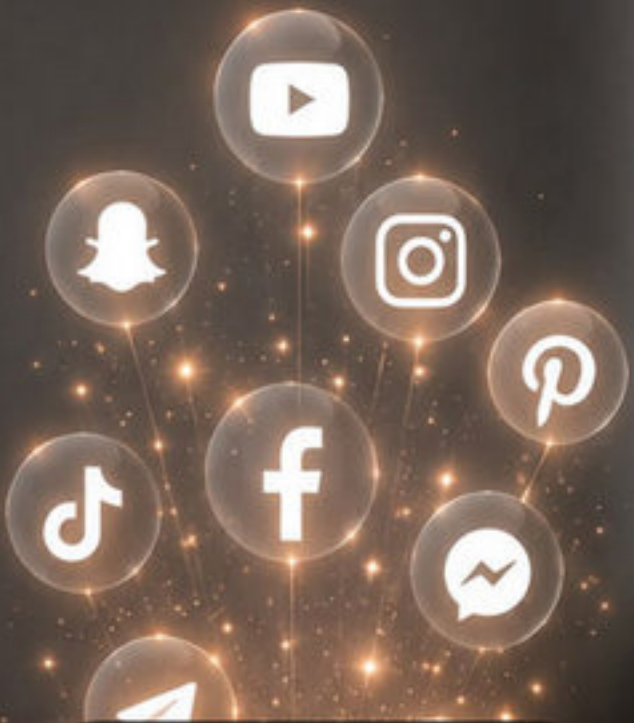

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

আমরা এবং সোশ্যাল মিডিয়া

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

জল ও স্থলের অধিপতি, উভয় জগতের শাহেনশাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাকীকতপূর্ণ বাণী হলো: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ যে সম্প্রদায় এমন কোনো মজলিসে বসে যাতে তারা না আল্লাহ পাকের যিকির করে, আর না নিজেদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।” **(জামে তিরমিযী, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৪৭, হাদিস: ৩৩৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই চাদর অমুককে দিয়ে দাও...!

বুখারী শরীফের হাদিসে পাকে আছে, মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (এর খিদমতে 'খামিসা' নামক একটি চমৎকার কারুকার্যখচিত চাদর পেশ করা হলো, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সেটি পরিধান করে নামায আদায় করলেন। সালাম ফেরানোর পর ইরশাদ করলেন: "আমি আশঙ্কা করছি যে, এই চাদরের কারুকার্যের কারণে মনোযোগ বিচ্যুত হয়ে যাবে, সুতরাং এই চাদর আবু জাহমকে (সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) দিয়ে এসো!" **(সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৬৭, হাদিস: ৩৭৩)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদিসে পাকের অধীনে লেখেন: আরবিতে 'খামিসা' ডিজাইন করা চাদরকে বলা হয়। এটি পশমের তৈরি কালো রঙের চাদর ছিল যা আবু জাহম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপহার হিসেবে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে পেশ করেছিলেন। সেটি পরিধান করে সরকার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেছিলেন, অতঃপর সেটি তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

(মিরআতুল মানাজিহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৬৬)

কলবে মুস্তফার সুউচ্চ শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান অনেক সমুন্নত, অত্যন্ত সুউচ্চ। এতই সমুন্নত যে, তাঁর শান বর্ণনা করা তো দূরের কথা, সৃষ্টির কেউ তাঁর শান মোবারককে পুরোপুরি বুঝতেও পারবে না।

আমাদের নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন শানওয়ালা যে, ۞ মেরাজের রাতে মহাবিশ্বের বিস্ময়সমূহ অবলোকন করেছেন ۞ নবীদের ইমামতি করেছেন ۞ আকাশসমূহ ভ্রমণ করেছেন ۞ জান্নাতের দৃশ্যসমূহ দেখেছেন, তা সত্ত্বেও শান মোবারক এমন ছিল যে:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى
(পারা: ২৭, সূরা: নাজম: ১৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।

অর্থাৎ পবিত্র অন্তরের মনোযোগ বিচ্যুত হওয়া তো দূরের কথা...!! বাহ্যিক পবিত্র চোখের ওপরও কোনো প্রভাব পড়েনি। জানা গেল; যাঁর পবিত্র মনোযোগের ওপর জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্যসমূহও প্রভাব ফেলতে পারে না, একটি চাদর কীভাবে তাঁর মনোযোগ বিচ্যুত করবে...? এই চাদর মোবারককে নিজের থেকে সরিয়ে দেওয়া মূলত আমাদের শিক্ষার জন্য ছিল। আমরা গোলামদেরকে একটি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল; যেন আমাদের বোঝানো হয়েছে যে, হে আমার গোলামেরা! আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেলকারী বিষয়গুলো তো একপাশে থাকল, যে জিনিস এই স্মরণে সামান্য বিঘ্নও ঘটায়, তোমরা সেই জিনিসকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিও!

মোবাইল ফোনের একটি বড় ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লক্ষ্য করুন! কতই না চমৎকার কথা! ۞ কারুকার্যখচিত চাদর তৈরি করাও জায়েয ۞ তা কেনাও জায়েয ۞ তা পরিধান করাও জায়েয ۞ তা পরিধান করে নামায পড়াও জায়েয। তা সত্ত্বেও সীরাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শিক্ষা হলো এই

যে, এমন চাদর যদি নামাযে বিঘ্ন ঘটাতে পারে তবে তা নিজের থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

অন্যদিকে আমাদের অবস্থা কী? ۞ মিউজিক্যাল টিউন তৈরি করাও নাজায়েয ۞ তা সংগ্রহ করাও নাজায়েয ۞ তা চালানোও নাজায়েয ۞ নিজে শোনাও নাজায়েয ۞ অন্যদের শোনানোও নাজায়েয। কিন্তু আফসোস! আমাদের মসজিদগুলোতে ঠিক জামাত চলাকালীন মিউজিক্যাল টিউন বাজতে থাকে ۞ নিজের নামাযেও বিঘ্ন ঘটে ۞ অন্যদেরও অস্বস্তি হয় ۞ অতঃপর আল্লাহ পাকের ঘরের ভেতরে, যে জায়গাটি বিশেষ ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেই জায়গায় শয়তানি মিউজিক বেজে ওঠে।

আমার মনে হয় মোবাইলের যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি ইসলামী সমাজের হয়েছে, তা হলো এটি মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কারণ হচ্ছে। এমনিতে আমাদের সমাজে মিউজিক কোথায় নেই? ۞ মিউজিকের আওয়াজ না শুনে কোনো রাস্তা দিয়ে চলা দায় হয়ে পড়েছে ۞ ঘরে ঘরে মিউজিক ۞ অলিতে-গলিতে মিউজিক ۞ পাড়ায় পাড়ায় মিউজিক ۞ রাস্তায় রাস্তায় মিউজিক ۞ বিমানে মিউজিক...!! আক্ষেপ! আফসোস! চারদিকে মিউজিকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়। একটি জায়গা যা এই অশুভ প্রভাব থেকে বেঁচে ছিল, অর্থাৎ আল্লাহর ঘর...!! মোবাইল আসার ক্ষতি এই হয়েছে যে, এখন মসজিদেও মিউজিক্যাল টিউন বেজে ওঠে। সাধারণত ইমাম সাহেব জামাতের আগে ঘোষণাও করেন: "মোবাইল থাকলে বন্ধ করে নিন অথবা সাইলেন্ট করে নিন!" না জানি কেন তবুও মোবাইল বন্ধ হয় না, সাইলেন্ট করা হয় না; অনেক মানুষ এই ঘোষণার ওপর গুরুত্ব দেয় না।

বাগান সদকা করে দিলেন

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ; হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ । তাঁর একটি বাগান ছিল, একবার তিনি সেখানে নামায আদায় করছিলেন।

নিশ্চয়ই এটি নফল নামাযই ছিল, ফরয নামায তো তিনি মাহবুব-এ করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে জামাতে মসজিদে আদায় করতেন। যাই হোক! তিনি বাগানে নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ একটি মেটে রঙের কবুতর বাগান থেকে উড়ল এবং বাইরে বের হওয়ার রাস্তা খোঁজার জন্য এদিক-সেদিক উড়তে লাগল। এই দৃশ্যটি খুব চমৎকার ছিল, হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মনোযোগ সেদিকে চলে গেল, যার ফলে তিনি নামাযের রাকাত সংখ্যা ভুলে গেলেন।

আল্লাহু আকবার! রাসূলের সাহাবীর আবেগ দেখুন! পাখিটিকে তিনি নিজে উড়াননি, সেদিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু যেহেতু বাগানটি তাঁর ছিল ۞ বাগান না থাকলে ۞ তিনি সেখানে নামায পড়তেন না ۞ পাখিটি উড়ত না ۞ সেদিকে মনোযোগ যেত না ۞ নামাযের রাকাতও ভুলতেন না; অর্থাৎ এত দূরের সূত্রের মাধ্যমে কোথাও না কোথাও রাকাত ভোলার কারণ এই বাগানটি হয়েছিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলের দরবারে হাজির হলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এখন থেকে এই বাগানটি সদকা। **(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা: ৬৯, হাদিস: ২২৫)**

আল্লাহ! আল্লাহ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই বাগানটি কত দামী হবে...? কিন্তু যেহেতু নামাযে বিঘ্নের কারণ হয়ে গেছে, তাই সদকা করে দিলেন। আমাদের থেকে তো এই দাবি করা হচ্ছেই না যে, মোবাইল

সদকা করে দিন, এই দাবিও নয় যে, মোবাইল সাথে রাখাই যাবে না; শুধু বলা হয় যে, নামাযের সময় এটি বন্ধ করে নিন অথবা কমপক্ষে সাইলেন্ট করে নিন যাতে নামাযে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু আফসোস! আমাদের থেকে এটুকুই হিম্মত হয় না।

আমরা এবং আমাদের নামাযসমূহ

এমনিতে আমরা একটু ভেবে দেখি; আমরা আল্লাহ পাকের স্মরণের জন্য কতটুকু সময় বের করি...? দোকানে বসে আছি, কাজে ব্যস্ত আছি, আযান হয়ে গেল, তবুও বসে আছি; এমনকি জামাত দাঁড়ানোর সময় হয়ে যায়। তখন কোথাও আমরা দৌড়ে মসজিদে পৌঁছাই, কোনোমতে পুরো জামাত পাওয়া যায়, সেটিও যদি ভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়, অন্যথায় কিছু রাকাত বেরিয়েই যায়। বড়জোর ১৫ থেকে ২০ মিনিট মসজিদে অতিবাহিত করি; এই অল্প সময়টুকুও পূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহ পাকের স্মরণে কাটে না ۞ কখনো মিউজিক্যাল টিউন বাজছে ۞ কখনো মোবাইলের ভাইব্রেশন আমাদের মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছে। এই সামান্য সময়টুকুও যদি আল্লাহ পাকের স্মরণের জন্য নিবেদিত না হয় তবে বলুন আমরা কী অর্জন করলাম...? জীবন কোন কাজে ব্যয় করলাম...?

সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও...!!

আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

(পারা: ২৯, সূরা: মুযযাম্মিল: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন।

অর্থাৎ হে হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি রাত ও দিনের পুরো সময়ে আপনার রবের নাম স্মরণ করতে থাকুন। আরও ইরশাদ করেছেন

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত এমন হতে হবে যেন হৃদয় আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো স্মরণে মশগুল না হয়, সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৩০ পারা, ১০/৪১৮)**

হায়! আমরা যদি এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম। আল্লাহ পাকের এতটুকু মহব্বত তো হৃদয়ে আসুক যে, সিজদা দিলে হৃদয় যেন খোদাপ্রেমের স্মরণে ডুবে থাকে, এছাড়া অন্য কোনো দিকে যেন মনোযোগ না যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমরা এবং সোশ্যাল মিডিয়া

আফসোস! এখন আমাদের অবস্থা একেবারে নাজেহাল। প্রথমত তো আল্লাহর স্মরণের জন্য সময় বেরই করি না, শুধু দিনরাত উপার্জন ও খাওয়ার চিন্তায় থাকি; যা বাকি ছিল তা এই মোবাইল কেড়ে নিয়েছে। শুধু মোবাইল হাতে থাকে, দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু এতেই মেতে থাকি ۞ ফেসবুক ۞ ইউটিউব ۞ ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে অনর্থক পোস্ট দেখতে থাকি, গুনাহে ভরপুর রিলস দেখতে থাকি, টিকটকে ভিডিও দেখতে থাকি, অনর্থক স্ক্রলিং করতে থাকি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সব বাজে

তথা গুনাহে ভরপুর কাজে অতিবাহিত হয়। না দুনিয়ার কোনো উপকার হলো, না আখেরাতের কোনো প্রস্তুতি হলো; এভাবে দুনিয়াও বরবাদ আর আখেরাতও ধ্বংস...!!

অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় হারিয়ে গিয়ে এমন বেখবর হয়ে গেছি যে, দুনিয়ার কোনো ফায়দাও নিলাম না, আখেরাতও কামাই করলাম না, শুধু এভাবেই নিজেদের দামী মুহূর্তগুলোকে ধ্বংস করলাম। হায়! আমাদের যদি অনুভূতি হতো এবং আমরা আমাদের সময় নেক কাজে অতিবাহিত করার মতো হতাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমি এটি মোটেও বলছি না যে, সোশ্যাল মিডিয়ার শুধু ক্ষতিই ক্ষতি; নিশ্চয়ই এর উপকারিতাও অনেক ۞ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগের অনেক সুবিধা হয়েছে ۞ আমরা দূরে বসেও নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগে থাকতে পারছি ۞ কুশল বিনিময়ে সহজ হয়েছে ۞ এর মাধ্যমে সপ্তাহ বা মাসের কাজ ঘণ্টা ও মিনিটে হতে শুরু করেছে ۞ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নেকির দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে ۞ এর মাধ্যমে ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানো সহজ হয়েছে ۞ বরং সোশ্যাল মিডিয়া সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যমও বটে; কত আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন যাঁরা পৃথিবী থেকে পর্দা করেছেন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের ঈমানদীপ্ত বয়ান বিদ্যমান রয়েছে, মানুষ শোনে, ইলমে দ্বীন শেখে এবং আমলের অনুপ্রেরণা লাভ করে। এভাবে আরও গভীরভাবে ভাবলে

সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু এর অপকারিতা অনেক বেশি।

একটি ভাবনার উদ্রেককারী প্রশ্ন

এর সবচেয়ে বড় ক্ষতি তো এটিই যে, সোশ্যাল মিডিয়া গাফিলতির অনেক বড় কারণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক সকল মানুষের প্রতি একটি প্রশ্ন করেছেন; অত্যন্ত চিন্তা উদ্রেককারী এবং অনুধাবনযোগ্য প্রশ্ন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

(পারা: ৩০, সূরা: ইনফিতার: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানুষ! তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে?

এই প্রশ্ন আমার কাছেও, আপনাদের কাছেও; যায়েদ, আমর, বকর সবার কাছেই। সবার ক্ষেত্রে এর উত্তর ভিন্ন হবে ۞ কাউকে দুনিয়াপ্রীতি আল্লাহ পাক থেকে গাফেল করে ۞ কাউকে সম্পদের লালসা আল্লাহ পাক থেকে গাফেল করে ۞ কাউকে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা গাফেল করে ۞ কাউকে অনর্থক কাজের আধিক্য গাফেল করে ۞ কাউকে কুপ্রবৃত্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে ۞ কাউকে হিংসা গাফেল করে ۞ কাউকে শত্রুতা ও বিদ্বেষ গাফেল করে ۞ কাউকে মান-সম্মান ও খ্যাতির মোহ গাফেল করে। আর একটি জিনিস যা সম্ভবত সবার জন্য মরণফাঁদ; যারা বেঁচে আছে তারা বেঁচে আছে তাঁরা ছাড়া অন্য সবাইকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেলকারী বিষয়টি হলো সোশ্যাল মিডিয়া।

কত মানুষ আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল; কতজন এমন যে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে ۞ তাদের জামাত ছুটে যায় ۞ নামায কাযা হয়ে যায় ۞ প্রতিদিন ফেসবুক চালানোর সময় পাওয়া যায় কিন্তু আফসোস! প্রতিদিন কুরআন মাজীদ খোলার ও তিলাওয়াত করার সময় পাওয়া যায় না ۞ ইউটিউব প্রতিদিন অবিরাম দেখেন কিন্তু দরুদ পাক প্রতিদিন পড়া হয় না ۞ হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস প্রতিদিন দেখেন, দিনে বারবার দেখেন কিন্তু আল্লাহর স্মরণ প্রতিদিন হয়ে ওঠে না ۞ ফেসবুকে পোস্ট করে বারবার দেখতে থাকেন যে, কয়টি লাইক হলো? কয়টি ভিউজ পাওয়া গেল? ۞ মসজিদে আছেন বা বাজারে ۞ মার্কেটে আছেন বা কোনো হোটেলে ۞ কোনো বুযুর্গের মাজার শরীফে আছেন বা কোনো নেক ব্যক্তির সান্নিধ্যে ۞ আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কেরামের খিদমতে আছেন বা ঘরে ۞ হেরেম শরীফে আছেন বা মদীনা মুনাওয়ারায় ۞ এমনকি পবিত্র কাবা শরীফের সামনে বা সোনালী জালির একেবারে মুখোমুখি হয়েও মোবাইল হাতে থাকে; শুধু একটিই নেশা থাকে সেলফি তোলো! ফেসবুকে ছাড়ো...!! শুধু এই একটি ফালতু নেশার কারণে মানুষ কত গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলে ۞ দোয়ার কবুলিয়তের সময় হয় ۞ পবিত্র স্থানসমূহ থাকে ۞ এমন জায়গায়, এমন মুহূর্তে দোয়া করার পরিবর্তে ۞ ঐসব স্থানের বরকত নেওয়ার পরিবর্তে ۞ নিজেদের ক্ষমা ও মাগফিরাতের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে মানুষ সেলফি তুলতে সময় বরবাদ করে দেয়।

মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝

(পারা: ৩০, সূরা: আসর: ১-২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ মাহবুবের যুগের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে আসর বলতে আসরের সময় উদ্দেশ্য। আসরের সময় যেমন দিনের শেষ সময়, ঐ সময় কর্মব্যস্ত ব্যক্তিরা বা বাজারের দোকানদাররা তাদের দোকান গোছাতে শুরু করে; এখন ঐ সময়টি ঘনিয়ে আসে যে, যিনি সারাদিন কিছু উপার্জন করেননি, শীঘ্রই তিনি বাড়ি পৌঁছাবেন, তাঁর পরিবার-সন্তান তাঁর চারপাশ ঘিরে ধরবে এবং টাকা ও খাবারের দাবি জানাবে। তখন তাঁকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। একইভাবে হে মানুষ! দুনিয়া তার আসরের সময়ে আছে, কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে; শীঘ্রই মৃত্যু তার জাল বিছিয়ে দেবে, তোমার রূহ বের করে নেওয়া হবে, তোমাকে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। হায়! ঐ নির্বোধ ব্যক্তি যে গাফিলতিতে দিনরাত কাটিয়ে দিচ্ছে, সে কতই না ক্ষতিগ্রস্ত? কতই না লোকসানে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! শীঘ্রই, খুব শীঘ্রই হাশর কায়েম হবে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং আমাদের রবের দরবারে পেশ করা হবে। অতঃপর আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে দুনিয়ায় কী উপার্জন করেছ? আল্লাহ পাকের দেওয়া নেয়ামতসমূহের কতটুকু হক আদায় করেছ? প্রতিটি নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِیْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া: ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মানুষের হিসাব-নিকাশ আসন্ন এবং তারা অলসতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

কাজ বলো...!! আমার তাড়া আছে

বনু তামীম গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা: একবার আমি হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খিদমতে হাজির হলাম। যখন পৌঁছালাম তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। আমি অপেক্ষায় বসে রইলাম। তিনি যখনই সালাম ফেরালেন, বললেন: "তোমার কাজ বলো...!! আমার তাড়া আছে।" আমি আরয করলাম: "কীসের তাড়া?" বললেন: "আল্লাহ পাক তোমার ওপর রহম করুক! না জানি কখন মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام পৌঁছে যান (অর্থাৎ জানি না জীবন কতটুকু বাকি আছে, তাই আমাকে বেশি বেশি নেকি সংগ্রহ করতে হবে, এটিই তাড়া)।"

(মাউসুআ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৪-৩৩৫, হাদীস: ১৩৬)

আল্লাহু আকবার! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** লক্ষ্য করুন! এরাই ছিলেন আল্লাহ পাকের নেক বান্দা, আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী মানুষ...!! আমাদের কাছে তো সময়ের কোনো অভাব নেই, দুই-চার ঘণ্টা তো সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনিতেই অনর্থক কাটিয়ে দিই। আফসোস! আমাদের সময়ের মূল্যবোধ নেই। কিন্তু মনে রাখবেন; জীবন কোন কাজে অতিবাহিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার হিসাব দিতে হবে।

নিশ্চয়ই সে বড় বিভ্রান্তিতে আছে

আল্লামা ইবনুল জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: একবার হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে

আসলেন। খলিফা বললেন: “হে মানসুর! আমি আপনাকে এক বছরের সময় দিচ্ছি, একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে আনুন! সেই প্রশ্নটি হলো; সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে? আর সবচেয়ে বড় মূর্খ কে?” আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের প্রশ্ন শুনে হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফিরে গেলেন; প্রাসাদের দরজার কাছে পৌঁছাতেই ফিরে এলেন। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বলল: “ফিরে এলেন কেন?” বললেন: “উত্তর পেয়ে গেছি; তা হলো; সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে যে নেক কাজও করে আবার আল্লাহ পাককেও ভয় করতে থাকে, আর সবচেয়ে বড় মূর্খ সে যে গুনাহ করে তবুও নিজেকে আযাব থেকে নিরাপদ মনে করে।” এই উপদেশমূলক উত্তর শুনে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ওপর ভাবান্তর হলো; তিনি এত কাঁদলেন, এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে কাপড় ভিজে গেল। অতঃপর বললেন: “হে মানসুর! আল্লাহর কসম! আপনি ঠিকই বলেছেন।” এরপর বললেন: “হে মানসুর! কুরআন মজীদের কোনো আয়াত শোনান!” হযরত মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করলেন:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে দিন প্রত্যেকে যেই ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা করবে, ‘হায়! যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে দূর ব্যবধান থাকতো!’ এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন; এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র।

এই আয়াতে করীমা শুনে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের ওপর খোদভীতি ছেয়ে গেলো; তিনি বললেন: "হে মানসুর! আপনি আমাকে মেরে ফেলেছেন।" এই বলেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর যখন হুঁশ এল তখন বললেন: "হে মানসুর! আল্লাহ পাকের বাণী:

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন।

এর মানে কী?" বললেন: "এর মানে হলো আল্লাহ পাক আপনাকে তাঁর পাকড়াও ও আযাব সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন।" এটি শুনে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান পুনরায় কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর যখন হুঁশ এল তখন জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ পাকের বাণী:

تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান: ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: প্রত্যেকে যেই ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে।

এর মানে কী?" বললেন: "কিয়ামতের দিন প্রতিটি ছোট এবং প্রতিটি বড় গুনাহ বান্দার সামনে এনে দেওয়া হবে।" এটি শুনে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান পুনরায় কাঁদলেন, এমনকি তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন বললেন: "আল্লাহর কসম! যে এই আয়াতে করীমা নিয়ে চিন্তা করে তবুও আল্লাহ পাকের নাফরমানি করতে থাকে, নিশ্চয়ই সে বড় বিভ্রান্তিতে আছে।" **(বুস্তানুল ওয়ায়িজিন, পৃষ্ঠা: ৭৯)**

আল্লাহ পাক আমাদের ওপর করুণা করুক! হায়! আমরা যেন আমাদের সময়ের মূল্যায়ন করতে পারি এবং আমাদের এই দামী সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করার মতো হই।

কুদৃষ্টির সয়লাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোশ্যাল মিডিয়ার বড় বড় ক্ষতির মধ্যে একটি বড় ক্ষতি হলো এর মাধ্যমে চোখের গুনাহও বেড়ে গেছে, কানের গুনাহও বেড়ে গেছে। শুধু ইউটিউব বা ফেসবুক খোলার দেরি, ঠিক তখনই কুদৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। এখন তো অবস্থা এমন যে, কোনো ভালো জিনিস চালালেও, না'ত শরীফ বা বয়ান চালালেও শুরুতে কয়েক সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন চলে আসে যাতে মিউজিকও থাকে এবং কুদৃষ্টির বিষয়ও।

মোটকথা এর মাধ্যমে চোখ ও কানের গুনাহ অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং এটি অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল: ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই কান, চোখ এবং হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

হাদিসে পাকে আছে: اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ অর্থাৎ চোখ দুটিও যিনা করে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২/৫৬৮, হাদিস ৩৯৮৯)** এক বর্ণনায় আছে: চোখের যিনা হলো দেখা। **(আবু দাউদ, পৃ:৩৪২, হাদিস: ২১৫২)**

কুদৃষ্টির অশুভ পরিণতি

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ফরমান: "তোমরা হয় তো নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেবেন।"

(আল-মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩১৯, হাদিস: ৭৭৪৬)

নারীর চাদরের দিকেও তাকিও না

হযরত আলা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নিজের দৃষ্টি নারীর চাদরের ওপরও ফেলো না, কারণ দৃষ্টি অন্তরে কুপ্রবৃত্তি জন্ম দেয়।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/২৭৭)

আল্লাহ! আল্লাহ! লক্ষ্য করুন! আমাদের পর্দানশীন নারীর চাদরের ওপর দৃষ্টি দেওয়া থেকেও নিষেধ করা হচ্ছে যে, এ থেকে অন্তরে কামভাব জাগে। আক্ষেপ! সোশ্যাল মিডিয়ায় চাদরের তো প্রশ্নই ওঠে না; সোশ্যাল মিডিয়ার শোভাবর্ধনকারী নারীরা পুরো পোশাক পরে থাকবে সেটিই তো ভাগ্যের ব্যাপার। যখন পর্দানশীন নারীর চাদর দেখার মাধ্যমেও অন্তরে কুপ্রবৃত্তি জাগে তবে লক্ষ্য করুন অর্ধউলঙ্গ নারীকে দেখার মাধ্যমে হৃদয়ের কী দশা হয়...!! এই কারণেই তো আমাদের সমাজে যৌন সহিংসতার ঘটনা বাড়ছে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ছে, ছোট ছোট অবোধ শিশুদের সম্মানও নিরাপদ নয়। যালিমরা ৪-৫ বছরের ছোট্ট শিশুদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। اَلْاَمَان وَالْحَفِيْظ!

নিজের দৃষ্টির হেফাযত করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোশ্যাল মিডিয়া সবার প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। তবে এর সঠিক ব্যবহার তো আমাদের ইখতিয়ারে আছে; প্রথমত এ থেকে বেঁচে থাকুন! এরপর প্রয়োজনের তাগিদে যদি ব্যবহার করেনও তবে তাতে কুদৃষ্টি থেকে অবশ্যই বাঁচুন! তাজদারে মদীনা, কলব ও সীনার প্রশান্তি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে মুসলমান কোনো নারীর রূপ-লাবণ্যের দিকে (অনিচ্ছাকৃতভাবে) প্রথমবার নজর করে, এরপর নিজের চোখ অবনত করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন

ইবাদতের তৌফিক) দান করবেন যার স্বাদ সে অনুভব করবে।”

(মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ২০২, হাদিস: ২২৯১৬)

سُبْحٰنَ اللّٰه! দেখুন! কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার কেমন মহান ফযিলত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। হায়! আমরা যেন কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার মতো হতে পারি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ভুল তথ্যের প্রচার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোশ্যাল মিডিয়ার আরও ক্ষতির মধ্যে একটি ক্ষতি হলো এর মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি অনেক ছড়ায়। ভুল তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। একটি ভুল পোস্ট চলে এবং তা ফরোয়ার্ড হতে হতে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে যায়। এরপর তার সাথে সাথে আমাদের মাঝে এটি একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ দ্বীনের কথাগুলোও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শেখে।

হাদিস যাচাইয়ের ভুল পদ্ধতি

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন: আমি একবার কিতাবের দোকানে গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সম্ভবত কোনো বদ-আকিদাধারী ছিলেন; যাই হোক! বেশি শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন; তাঁকে বোঝানোর জন্য আমি একটি হাদিসে পাক শোনালাম। তিনি দ্রুত বলে উঠলেন: “কোথায় লেখা আছে এই হাদিসে পাক...? সূত্র দেখাও!” সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন: আমি যেহেতু কিতাবের দোকানেই ছিলাম, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ‘ফয়যানে

আমীরে মুয়াবিয়া' সেখানে রাখা ছিল। আমি কিতাবটি নিলাম, সেই হাদিসটি সূত্রের সাথে বের করে দেখালাম।

এখন যেহেতু হাদিসে পাক নিজ চোখে দেখলেন, নিজে পড়লেন, উচিত ছিল মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ফরমানের সামনে মাথা নত করে দিতেন এবং ফরমানটি মেনে নিতেন। কিন্তু ...!! সে বলতে লাগল: "আচ্ছা ঠিক আছে...!! আমি এই হাদিসটি গুগলে (এড়ড়মষব) সার্চ করব, এরপর কোনো সিদ্ধান্ত নেব।"

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم...!! কতই না আক্ষেপের কথা! সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট ইত্যাদি ইলমে দ্বীন শেখার মাধ্যম নয়।

ইলমে দ্বীন কার কাছে শিখবেন?

মুসলিম শরীফে আছে: "নিশ্চয়ই এই ইলম হলো তোমাদের দ্বীন; সুতরাং লক্ষ্য করে দেখো যে, তুমি কার কাছ থেকে তোমার দ্বীন শিখছো...!" **(সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, পৃষ্ঠা: ১৪)**

আপনি কি জানেন: আমাদের আসলাফ (অর্থাৎ বুযুর্গানে দ্বীন) কীভাবে হাদীসে কারীমা সংগ্রহ করেছেন? কত কষ্টের সাথে ইলমে দ্বীন শিখতেন? ইমাম সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: হযরত আবু আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খবর পেলেন যে, মিশরে হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর হাদিস বর্ণনা করেন; তিনি ঘরবাড়ি ছাড়লেন এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর হাদিস শোনার জন্য মিশরে পৌঁছালেন। হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর খিদমতে গিয়ে হাদিস শোনানোর আরয করলে তিনি বললেন: "আগে এক বছর রোযা রাখো, এরপর শোনাব।" হযরত আবু আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর হাদিস

শোনার এত বেশি আগ্রহ ছিল যে, তিনি এক বছর রোযা রাখলেন, এরপর হাজির হলেন এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ-এর হাদিস শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। **(জামউল জাওয়ামে', খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৩৫২)**

এভাবেই হাদিস শেখা হয়। আমাদের জন্য অনেক সহজ মাধ্যম হয়ে গেছে; مَعَاذَ الله! আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আল্লাহ পাক পানাহ দান করুক। এখন ۞ ওলামায়ে কেরামেরও কোনো প্রয়োজন নেই ۞ মাদরাসারও কোনো প্রয়োজন নেই ۞ শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেরাই মুহাক্কিক (জবংবধৎপযবৎ) হয়ে যাব। আল্লাহ পাকের পানাহ!

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কয়েকটি সতর্কতা

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কয়েকটি সতর্কতা আরয করছি:

(১) আঁচল বাঁচিয়ে রাখুন!

কুরআন মাজীদে নেক বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে:

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

(পারা: ১৯, সূরা: ফুরকান: ৭২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যখন অনর্থক কার্যকলাপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তখন তারা স্বীয় সম্মানকে রক্ষা করেই অতিক্রম করে।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেককারা বান্দারা যখন কোনো অনর্থক ও বাজে মজলিস বা জিনিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন নিজেদের আঁচল বাঁচিয়ে চলেন। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় কুরআন মাজীদে দেওয়া এই নসিহত অবশ্যই স্মরণে রাখবেন! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে হলে তাতে যেসব আজেবাজে বিষয় রয়েছে, সেগুলো

থেকে নিজেদের আঁচল বাঁচিয়ে রাখুন! ۞ কুদৃষ্টি করবেন না! ۞ মিউজিক ইত্যাদি শোনা থেকে বিরত থাকুন! ۞ বদ-আকিদা ও মন্দ লোকদের কথা শুনবেন না! ۞ অমুসলিম ও নাস্তিকদের কথা শুনবেন না! ۞ শুধু এবং শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করুন! শুধু এবং শুধুমাত্র আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কেরামের কথাই শুনুন!

(২) উদ্দেশ্যমুখী হোন!

সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকে উদ্দেশ্যমুখী বানান! অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজন অনুযায়ীই এটি ব্যবহার করুন! এছাড়া ব্যবহার করবেন না! একজন বুযর্গ ছিলেন: শায়খ তাজউদ্দীন সিকান্দারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি বলেন: "এই সমস্ত দুনিয়া হলো অন্ধকার; এটি আল্লাহ পাকের নাম যা একে আলোকিত করে দিয়েছে।" **(হিকম-এ আতাইয়াহ, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫)**

বলার উদ্দেশ্য হলো; এই দুনিয়ার প্রতিটি কাজ অন্ধকারের কারণ; যখন আমরা এতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিকে শামিল করি তখন সেই কাজটি নেকি ও নূরে পরিণত হয়। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারও ভালো কাজের জন্যই করুন! এমন কাজের জন্য করুন যার দুনিয়া বা আখেরাতে কোনো ফায়দা আছে, যাতে আপনি ভালো নিয়ত করতে পারেন; অন্যথায় এ থেকে দূরে থাকুন!

(৩) সময় নির্ধারণ করে নিন!

নিজের টাইম টেবিল বানান! এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ সময় রাখুন! শুধু সেই সময়েই ব্যবহার করুন! একইভাবে এই সতর্কতাও অবলম্বন করুন যে, যখনই মোবাইল

হাতে নেবেন, তার আগে ভালোমতো মনে স্থির করে নিন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যে মোবাইল নিচ্ছি; অতঃপর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করেই মোবাইল রেখে দিন! এছাড়া অন্য অ্যাপলিকেশন ইত্যাদি খুলবেন না!

(৪) পরিবারকে সময় দিন!

ফ্যামিলি টাইমে মোবাইল ব্যবহার করবেন না! বরং সেই সময় মোবাইল নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে দিন! এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আফসোস! সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে মানুষ নিজ পরিবারকে, নিজ সন্তানদের পুরোপুরি সময় দেয় না। মনে রাখবেন! আমাদের প্রিয় দ্বীন ইসলাম আমাদের সোশ্যাল লাইফ অতিবাহিত করার তারগীব দেয়; অর্থাৎ আমাদের উচিত নিজ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের সাথে নিয়মিত সময় কাটানো, তাঁদের সময় দেওয়া, তাঁদের সাথে বসা, আলাপ করা, তাঁদের দুঃখের কথা শোনা, তাঁদের নেকির দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে নেকিভরা জীবন কাটানো।

(৫) লোক-দেখানো ভাব থেকে বাঁচুন!

নিজেদের নেকি নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখুন! সোশ্যাল মিডিয়ায় সেগুলো শেয়ার করবেন না! এটি একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের নেক কাজগুলোর প্রচার করতে থাকে। এতে লোক-দেখানো পাপে জড়িয়ে পড়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে; তাই যতটুকু সম্ভব নিজের নেকি গোপন রাখুন! সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সেগুলো দিবেন না! হাদিসে পাকে আছে: সরকারে মদীনা,

মাক্কী-মাদানী তাজদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরকের ভয় করি।" আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শিরকে আসগর কী? ইরশাদ করলেন: লোক-দেখানো ভাব।" এরপর বললেন: "কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে তখন রিয়াকারীদের বলা হবে; তাদের কাছেই যাও যাদেরকে দুনিয়ায় নিজেদের আমল দেখাতে।" **(মুসনাদে আহমদ, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫৯১, হাদিস: ২৪২৭৩)**

(৬) বিষয়বস্তু শেয়ার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন!

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ষষ্ঠ সতর্কতা হলো এই যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়বস্তু শেয়ার করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করুন! ۞ সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক মনগড়া কথা চলতে থাকে, সেগুলো সামনে বাড়াবেন না! ۞ প্রতিটি সেই কথা যা ফিতনার কারণ হতে পারে ۞ যা মানুষকে নেকি থেকে দূরে সরাতে পারে ۞ যার কারণে মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ছড়াতে পারে ۞ যা কারো মনে আঘাত দেওয়ার কারণ হতে পারে ۞ যেসব কথায় ইসলাম ও সুন্নিয়তের ক্ষতি হতে পারে এমন কথা না নিজে পড়ুন! না দেখুন! আর না এমন কথা সামনে বাড়ান!

যে ব্যক্তি ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে ভুল মাসআলা পোস্ট করে ফেলেছেন, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করা। যেমন কোনো একটি লেখা প্রকাশ করবেন যে, "অমুক দিন আমি অমুক পোস্ট করেছিলাম, তাতে এই বিষয়টি ভুল ছিল, সঠিক হলো এটি। সুতরাং আমি আমার ভুল থেকে তওবা ও রুজু করছি।"

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করুক এবং এই সুবিধার শুধু এবং শুধুমাত্র সঠিক ও নেকির কাজে ব্যবহারের তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামী এবং আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه উম্মতকে সোশ্যাল মিডিয়ার অপকারিতা থেকে বাঁচাতে এবং এই প্রযুক্তিকে নেকির মাধ্যম বানাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী নিজ খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টির বেশি বিভাগের মধ্যে একটি হলো সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট। যার অধীনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেমন ۞ ইউটিউব ۞ ফেসবুক ۞ ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে আশিকানে রাসূলকে ۞ আল্লাহ পাক এবং তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের পাবন্দ করার চেষ্টা করা ۞ সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللهُ عَنْهُم এর মহব্বতের সুধা পান করানো ۞ আল্লাহর ওলীগণের আদব শেখানো ۞ সত্য ইসলামী আকিদাহ শেখানো ۞ সঠিক দ্বীনি তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে ইলমী ও তাত্ত্বিক বিষয় আপলোড করা হয়। দাওয়াতে ইসলামীর ১০০টির বেশি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬৪১ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬৪ কোটি ১০ লক্ষ ফলোয়ারস রয়েছেন; আর ভিউজ-এর সংখ্যা বিলিয়নস অর্থাৎ কোটি কোটি। এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো আইটি ডিপার্টমেন্ট, যার পক্ষ থেকে ۞ এখন পর্যন্ত ৪০টি ওয়েবসাইট ۞ ৩২টি মোবাইল অ্যাপলিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে।

একটি অ্যাপলিকেশন হলো: ‘দাওয়াতে ইসলামী ডিজিটাল সার্ভিসেস’, যার মাধ্যমে আপনি দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন।

নেক আমল নম্বর ২৮-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক হওয়ার, গুনাহ থেকে বাঁচার, নেক কাজে অটল থাকার এবং তওবা ও ইস্তিগফারের মানসিকতা গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও খুব অংশ নিন! এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله! দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসিব হবে। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো ‘নেক আমল’ রিসালা পূরণ করা। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ২৮ নম্বর নেক আমলটি হলো; আজ কি আপনি مَعَاذَ الله গুনাহ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তওবা করেছেন? (হায়! যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করার নসিব হতো।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিসেও আমাদের প্রতিদিন তাওবা ও ইস্তিগফার করার তারগীব দেওয়া হয়েছে; এই নেক আমলের ওপর আমল করার বরকতে আমরা হাদিসের ওপর আমলকারীও হয়ে যাব এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ে যাব, কারণ আল্লাহ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চলার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়াঈ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ‘১৬৩টি মাদানী ফুল’ থেকে চলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ❁ পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈলের ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল: ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকার করে বিচরণ করো না! নিশ্চয়ই কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।

আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে পৃথিবীতে আগত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “এক ব্যক্তি দুটি চাদর জড়িয়ে অহংকার করে চলছিল এবং অহংকারে মত্ত ছিল; তাকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হলো, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসতেই থাকবে।” **(সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১১৫৬, হাদিস: ২০৮৮)** ❁ আল্লাহ পাক প্রদত্ত গায়েবের সংবাদদাতা নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন চলতেন তখন কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন যেন তিনি উঁচু স্থান থেকে নিচে নামছেন। **(শামাইলে মুহাম্মদিয়া, পৃষ্ঠা: ৮৭)** ❁ যদি কোনো বাধা না থাকে তবে রাস্তার পাশ দিয়ে মাঝারি গতিতে চলুন; এত দ্রুত নয় যে, মানুষের নজর আপনার দিকে পড়ে যে “দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে?” আর এত ধীরেও নয় যে, দর্শনার্থীদের কাছে আপনাকে অসুস্থ মনে হয়।

{ ঘোষণা }

চলার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে; সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তারবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০১ অক্টোবর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

চলার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

পথে চলার সময় এদিক-সেদিক তাকানো (অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে এদিকে ওদিকে দেখা) সুন্নাত নয়; দৃষ্টি নিচু করে গাম্ভীর্যের সাথে চলুন। ❁ চলাফেরা বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামার সময় এই সতর্কতা অবলম্বন করুন যেন জুতার শব্দ না হয়। ❁ রাস্তায় দুইজন নারী দাঁড়িয়ে থাকলে বা চললে তাঁদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না; হাদিসে পাকে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। **(আবু দাউদ, ৪/৪৭০)** ❁ কিছু মানুষের অভ্যাস থাকে যে, পথ চলতে গিয়ে যা কিছুই সামনে পড়ে তাকে লাথি মারতে থাকে; এটি একেবারেই অমার্জিত পদ্ধতি। এতে পা জখম হওয়ারও আশঙ্কা থাকে; এছাড়াও সংবাদপত্র বা লেখা সম্বলিত বাক্স, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেয়াদবিও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককারদের মধ্যে গণ্য হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী ‘নেককারদের মধ্যে গণ্য হওয়ার দোয়া’ মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সেই (কিতাব)-এর ওপর ঈমান এনেছি যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা (তোমার) রাসূলের অনুসরণ করেছি; সুতরাং আমাদের (তাওহীদ ও রিসালাতের) সাক্ষ্য দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে লিখে নাও। **(ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা: ২৪৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد